এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রচিত গ্রন্থাবলী এবং আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান ‘সভ্যতা’!
- আল্লাহর মো’জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত যামানার এমামের পত্রাবলী
- Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ
- এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন)
- আসুন-সিস্টেমটাকে পাল্টাই
- বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)

আমাদের প্রকাশিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম

- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান ‘সভ্যতা’!
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার

যামানার এমামের (The Leader of the Time) এ ডাকে যাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আল্লাহর তওহীদের ঝংকার উঠবে, হেদায়াতের জন্য প্রাণ আকুল হবে তাদের যোগাযোগের জন্য-

তওহীদ প্রকাশন

পুস্তক ভবন, ৩১/৩২ পি.কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১, ০১৭১১-০০৫০২৫

www.hezbuttawheed.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"বর্তমানে আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে চলমান সংকটের সমাধান একমাত্র আমাদের কাছেই আছে"- কথাটা শুনতে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক সত্য এটাই যে, চলমান সংকটের সমাধান মহান আল্লাহ আমাদেরকেই দিয়েছেন। আজকে আমাদের দেশসহ সমস্ত দুনিয়াময় ভয়াবহ সংকট চলছে, রাজনৈতিক হানাহানি, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিরতা, সর্বস্তরে প্রতারণা ও দুর্নীতি, ধর্মের নামে সন্ত্রাস ইত্যাদি সব মিলিয়ে মানুষ আজ চরম অশান্তির মধ্যে বাস কোরছে। এই সমস্ত রকম অন্যায় থেকে, অবিচার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ পথ খুঁজছে, এজন্য একটার পর একটা পথ অবলম্বন কোরে যাচ্ছে কিন্তু শান্তি তো পাচ্ছেই না বরং দিন দিন পরিস্থিতি জটিল ও ভয়াবহ আকার ধারন কোরছে। এর থেকে মুক্তির পথ আল্লাহ আমাদেরকে দান কোরেছেন। **আমাদের এই কথা বলার পেছনে কয়েকটি সত্য ও যুক্তি উপস্থাপন কোরব, যে কেউ খোলা মন নিয়ে পড়লে আশা কোরি বুঝতে সক্ষম হবেন।**

যখন মানবজাতির উপরে কোন বিপর্যয় আসে তখন সকলেই আক্রান্ত হয়। একটা প্রবাদ আছে নগর পুড়লে দেবালয়ও ভষ্মীভূত হয়। তাই আজ সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যে এ থেকে বাঁচা যায় কিভাবে। **এমনই সঙ্কটকালে আল্লাহ করুণা কোরে এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে এর থেকে মুক্তির উপায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ সমাধান পাওয়া গেছে।** সেটা হোচ্ছে একটি সহজ সত্য সবাইকে মেনে নিতে হবে, তা হোল আল্লাহ সমস্ত দুনিয়া ও মানুষ সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষ কিভাবে শান্তি পাবে সেজন্য একটি সত্য দীন, সত্য জীবন-ব্যবস্থাও যুগে যুগে তিনি মানবজাতিকে দিয়ে আসছেন, যার শেষ সংস্করণ আল্লাহ আখেরী নবীর উপর নাযেল কোরেছেন। বর্তমানে আমরা এসলাম নামক যে ধর্মটি দেখছি সেটি কিন্তু আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম নয়। অতীতের সবগুলি ধর্মই যেমন কাল পরিক্রমায় বিকৃত হোয়ে গেছে, এসলামও ১৩০০ বছরে বিকৃত হোতে হোতে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে, শুধুমাত্র পবিত্র কোর'আনকে বিকৃত কোরতে পারেনি। এই বিকৃত এসলামকেই আল্লাহর প্রেরীত এসলাম বোলে ভুল করা হোচ্ছে। আজকে ধর্মের নামে যে সন্ত্রাস চলছে, ব্যবসা চলছে,

রাজনীতি চলছে, ধর্মের বিধি-নিষেধের বেড়ি পরিয়ে নারীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি কোরে রাখা হোয়েছে, **বিভিন্ন ধরনের পোশাক, লেবাস ও আচার-আচরণের মধ্যে ধর্মকে আবদ্ধ কোরে রাখা হোয়েছে, সংগীত, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোরে ফেলা হোয়েছে, কেবল তাই নয় এগুলিকে ধর্মের মুখোমুখি দাঁড় করানো হোয়েছে, এগুলি সবকিছুই করা হোচ্ছে বিকৃত এসলামের ধারণা মোতাবেক।** আরও সুস্পষ্টভাবে বোলতে গেলে এইসব ধারণার অধিকাংশই মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় মতবাদ যা সুপরিকল্পিতভাবে এসলামের গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হোয়েছে। আল্লাহর নাযেলকৃত যে এসলাম আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত বিশাল, প্রচণ্ড গতিশীল, প্রগতিশীল, সেই এসলাম আজকে অপরিচিত-এমনকি কল্পনারও বাইরে। ইউরোপীয় ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতার শিক্ষা মোতাবেক বর্তমানে এসলামকে জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি থেকে আলাদা কোরে দেখা হয়, অথচ এটা ইতিহাস যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা কোরেছিলেন প্রকৃত মোসলেমরাই। উদাহরণ: স্পেন। প্রকৃত এসলামের যে সভ্যতা স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল তা ৮০০ বছরে ফুলে ফলে সুশোভিত হোয়ে পুরো ইউরোপকে আমোদিত কোরেছিল, সমগ্র ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্যকীর্তি, চিকিৎসা, সঙ্গীত অর্থাৎ এক কথায় সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্পেন। ইউরোপিয় সভ্যতার যে নবজাগরণ (Renaissance) তার উপাদান সরবরাহ কোরেছিল স্পেনের মোসলেম সভ্যতা। অথচ নিদারুণ পরিহাস এই যে, **সেই মহান মোসলেমদের বর্তমান পশ্চাদপদ উত্তরসূরীরা মসজিদে, খানকায়, হুজরায় বোসে প্রশ্ন তোলেন রেডিও শোনা, টিভি দেখা, গান শোনা, ভাষ্কর্য্য নির্মাণ, চিত্রকলা জায়েজ না নাজায়েজ।**

চৌদ্দশত বছর আগে এসলাম এমন একটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরেছিল যে আরবরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানিহানিতে লিপ্ত ছিল, যাদের অনেকের জীবন জীবিকার অবলম্বন ছিল অন্যের সম্পদ লুট করা। সেই জাতিটাকে যে এসলাম তাদের সমস্ত মত-পথ ভুলিয়ে ঐক্যবদ্ধ সম্মানিত জাতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল সে জাতি মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার বুকে শিক্ষকের জাতিতে পরিণত হোয়েছিলো। সদকা ও যাকাতের অর্থ নিয়ে মানুষ নগরে বন্দরে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াত, নেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যেতো না। একজন যুবতী মেয়ে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় একা শত শত মাইল পথ পাড়ি দিতে পারতো, তার মনে কোন ধরণের কোন ক্ষতির আশংকা জাগ্রত হোত না। **অস্ত্রের কোন লাইসেন্স ছিল না, কোন**

পুলিশ বাহিনী ছিল না, কিন্তু বোলতে গেলে কোন অপরাধ ছিল না। এগুলি ইতিহাস। তাহোলে যে জীবন-ব্যবস্থা মানবসমাজকে এমন উন্নতি, এমন প্রগতি দিয়েছিল, এমন শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দিয়েছিল সেটা আর আমাদের আলেমরা মক্তব, মসজিদে, মাদ্রাসায়, খানকায় যে ধর্মটা চর্চা কোরছেন সেটা কি এক? কখনই এক নয়। আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকরী করার ফলে ১৩০০ বছর আগে অর্দ্ধ-পৃথিবীতে উপরোক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা নেমে এসেছিল। সেই এসলাম যদি আবার মানবজাতি গ্রহণ করে তাহোলে সেই একই ফল আবারও পাওয়া যাবে। একমাত্র সেই জীবনব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমেই সাদা-কালো, তামাটে-বাদামী, সমস্ত মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব এবং আপনারাও নিশ্চয় চাইবেন মানবজাতি সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একটি জাতি হোক। আমরা সবাই এক বাবা-মা আদম (আ:) ও হাওয়া থেকে এসেছি, সেই সূত্রে আমরা সবাই ভাই-ভাই। এই হানাহানি, এই বিভেদ, এই সংঘাত আমাদের মধ্যে লাগিয়ে রেখেছে এবলিস তথা দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা'। তারা চায় যেন আমরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিভক্তি রেখা টানা হোয়েছে, অর্থনৈতিক সীমারেখা, রাজনৈতিক সীমারেখা, মতবাদের সীমারেখা ইত্যাদি হাজারো রকমের সীমারেখা টেনে দেওয়া হোয়েছে। আমাদের কথা হল মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া বাঁচার কোন পথ নাই। কিন্তু অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল:

মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হবে কিসের ভিত্তিতে?

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সূত্র কি?

এই সূত্রটিই আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই- এ কথাটিই হোচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্র। এই কথাটি মেনে নিয়ে সবাইকে একটি সার্বভৌমত্বের অধীনে আসতে হবে। আজকে মানবজাতি বহু খণ্ডে বিভক্ত হোয়ে একেক অংশ একেক সার্বভৌমত্বের অধীন বসবাস কোরেছেন। কেউ রাজা-বাদশাহ-আমীরাতের সার্বভৌমত্বের অধীনে- যেখানে সবাই এমনভাবে ভোগ-বিলাসে মত্ত যে দুনিয়ায় কত মানুষ যে না খেয়ে আছে তা তাদের দেখার বিষয় না। কেউ বসবাস কোরেছেন গুটিকতক পুঁজিপতির সার্বভৌমত্বের অধীনে, কেউ গণতন্ত্রের অধীনে, কেউ সমাজতন্ত্রের অধীনে। **আজ**

সবাইকে বাঁচতে হোলে পৃথক পৃথক সার্বভৌমত্ব ত্যাগ কোরে সকলের যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহকে সার্বভৌম হিসাবে মেনে নিতে হবে। সকলকে মানতে হবে স্রষ্টা এক, যিনি এই দুনিয়া সৃষ্টি কোরেছেন; আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদি সৃষ্টি কোরেছেন এবং আমরা কিভাবে চলব তার একটা পথও তিনি দিয়েছেন। হিন্দুরা স্রষ্টা মানেন, খ্রিস্টানরা ঈশ্বর মানেন, মুসলমানরাও আল্লাহ মানেন, ইহুদীরাও এলিকে মানেন, অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত জাতি এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্রষ্টার সন্তুষ্টিবিধান কোরে জান্নাতে, স্বর্গে বা হ্যাভেনে যাওয়ার জন্য তারা মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, চার্চ, সিনাগগসহ বিভিন্ন ধরনের উপাসনালয়ে যান। স্রষ্টা কি শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তির কথাই বোলেছেন? না। এই পৃথিবীতে চলার জন্য আমাদেরকে একটা জীবন-বিধানও দিয়েছেন। আসুন, সেই জীবন-বিধানের অধীনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

কিন্তু সেই জীবনবিধান কোথায় পাবেন?

ভারত অঞ্চলে আল্লাহ জীবন-বিধান দিয়ে যে সকল নবী রসুল (আঃ) পাঠিয়েছেন, আমরা বিশ্বাস কোরি সেগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, কিন্তু কাল পরিক্রমায় সেগুলোর ব্যবহার ও বইগুলি বিকৃত কোরে ফেলা হোয়েছে। একই কাজ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বেলাতেও করা হোয়েছে। এজন্য সকল প্রাচীন, আঞ্চলিক দীনগুলিকে অনুপযুক্ত ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে শেষ দীন এসলামের মহাগ্রন্থ আল কোর'আন নাযেল কোরলেন এবং এটা যেন কেউ বিকৃত না কোরতে পারে তার দায়িত্ব স্রষ্টা নিজেই নিলেন (সূরা হেজর ৯)। সেই মহাগ্রন্থ আজও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মধ্যে রোয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হোল, **সেই কোর'আনের প্রয়োগ বা ব্যবহারিক দিকগুলি আগের ধর্মগুলির মতই বিকৃত কোরে ফেলা হোয়েছে।** সেই বিকৃত এসলামটিই আজ আপনারা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকায়, ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লাদের নিকট দেখতে পাচ্ছেন। মানুষের ধারণাতীত যে সত্যটি আমরা বোলছি তা হোল, আল্লাহ তা'য়ালা সেই সত্যিকার এসলাম এ যামানার এমাম, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মাদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু এটা আল্লাহর সত্যদীন তাই আমরা মানবজাতিকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এই দীনের চিরন্তন ভিত্তি অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক সত্যদীন গ্রহণ করলে এই সঙ্কট কেটে যাবে। সমাজে কোন দারিদ্র্য, হতাশা, অশান্তির লেশও থাকবে না। কারণ এই দীনের নামই এসলাম,

আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। সেই এসলামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার সত্যিকার প্রকাশ ঘোটবে। এসলামের নীতি হোল, এই পৃথিবী আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি কোরেছেন। সুতরাং পৃথিবীর উপর প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকারবলে এই মাটির সর্বত্র একজন মানুষ যেতে পারে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় সে বসবাস কোরতে এবং ফসল ফলাতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ যা হালাল কোরেছেন তা থেকে যা ইচ্ছা সে খেতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। একটি মাত্র শর্ত, সে অন্য মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু করার অধিকার রাখে না। অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না কোরে যে কোন কাজই মানুষ কোরতে পারে। কোন মিথ্যা কথা না বোলে, কারও বিরুদ্ধে কোন অপবাদ, কুৎসা না রটিয়ে যত খুশি গণমাধ্যম মানুষ প্রতিষ্ঠা কোরতে পারে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন না হয় এমন যে কোন বক্তব্য সে দিতে পারে, যা খুশি লিখতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। সুর সৃষ্টি কোরেছেন আল্লাহ; আল্লাহর এই সৃষ্টি সঙ্গীতময়, আল্লাহর পবিত্র কোর'আন কাব্যময়। সুতরাং মানবকল্যাণে যত রকম সুর, সংগীত মানুষ আবিষ্কার করতে পারে কোরুক, কেউ বাধা দিতে পারে না। স্রষ্টার যে কোন সৃষ্টি নিয়ে মানুষ গবেষণা করতে পারে, কেউ তাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। এই হোচ্ছে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পরম রূপ। এই স্বাধীনতার ছিটে ফোঁটাও কি আজ আছে? নেই।

এই স্বাধীনতা দিতে পারে একমাত্র আল্লাহর সত্যদীন যার প্রকৃত রূপ আল্লাহ হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দয়া কোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রকৃত এসলাম কেমন তা যামানার এমামের লিখিত বই ও বক্তব্যের সিডিতে আমরা তুলে ধোরেছি।

উপরে বোলে এসেছি যে, ১৮ বছরে আমরা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন কোরেছি যে কোন মানুষকে কষ্ট না দিয়েও মানবজাতির সামষ্টিক জীবনব্যবস্থা সংক্রান্ত একটা আদর্শ প্রচার করা যায়। শুধু তাই নয়, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবেও কোন অন্যায় করে না। তারা সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় আয়-উপার্জন করে, তারা সুদ ঘুষ প্রতারণার সংস্পর্শে যায় না এবং কোন কাজকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে না। এটি এমন এক আন্দোলন যা এর বাইরের কারো কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে মানবতার কল্যাণে কাজ কোরে যাচ্ছে। হেযবুত তওহীদের কর্মীরা কায়িক পরিশ্রম কোরে অর্থ উপার্জন কোরে নিজেরা চোলছে এবং নিজের খরচে আল্লাহর রাস্তায় কাজ কোরে

যাচ্ছে। **নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় কোরে মানবজাতির কল্যাণে এত বড় উদ্যোগ বর্তমান দুনিয়ার বুকে আর কোথাও আছে বোলে আমাদের জানা নেই।** তবে যারা ইতিহাস জানেন তারা বোলতে পারবেন, আল্লাহর রসুল যে উম্মাহ গঠন কোরেছিলেন এবং তাঁর আগের নবীরাও যে জাতিগুলি গঠন কোরেছিলেন তারাও আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জীবন ও সম্পদ কোরবানী কোরেই নতুন নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন কোরে গেছেন, কখনও তারা অন্যের দ্বারস্থ হন নি। কাজেই এখন সময় হোয়েছে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে নিজেদের অধিকার ফিরে পাবার, হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার।

একটি গল্প বোলি: ধরুন আপনার পূর্বপুরুষ অগাধ সম্পদের মালিক ছিলেন। দিগন্তবিস্তৃত জমিতে ফলত সোনার ফসল। পুকুর আর দিঘি ভরা ছিল মাছে। এক সময় এক প্রতারক দস্যু এসে আপনাদের সেই সম্পদ দখল কোরে নিল। আপনার পূর্বপুরুষরা দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহু জীবনক্ষয় কোরে সেই প্রতারকের কাছ থেকে বাস করার জন্য কোনমতে একটুকরো জমি লাভ কোরল। প্রতারক হোয়ে গেল বিরাট জমিদার। এখন প্রতিটি সুবিধা অসুবিধার জন্য জমিদারের শরণাপন্ন হোতে হয় আপনাদের। জমিদারের দৃষ্টি আকর্ষণের নিয়ম হোল তার কাঁচারি ঘরের পেছনে প্রজা সাধারণ মানববন্ধন, হরতাল, অনশন, মিছিল কোরতে পারবে। বলা হোল, এসব করা আপনাদের অধিকার। তাই অধিকার পেয়ে আপনারা ধন্য। জমিদার মশাই সর্বত্র প্রচার কোরে দিলেন, 'আমার মত উদারপন্থী লোক পৃথিবীতে নেই। আমি প্রজার সর্বপ্রকার অধিকার আদায়ের সুবিধার জন্য কিছু অধিকার কমিশন কোরে দিচ্ছি। এরা আমার পক্ষ থেকে করুণা বন্টন কোরবে।' জমিদারের সুনাম ছুটলো দিগ্বিদিক। যতই দিন গড়ায় আপনাদের সংখ্যা এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা পূরণের জন্য আপনারা বংশপরম্পরায় হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধ, মিছিল, অনশন ইত্যাদি কোরে দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন। বহু রক্তক্ষয়, বহু হতাহত হওয়ার পরে একশটি দাবির মধ্যে দু'একটি দাবির কিঞ্চিৎ পূরণ করা হয়। এটা জমিদারের দয়া। এ দয়া পেয়ে আপনি ভুলে গেলেন এই সমুদয় সম্পদ আপনাদেরই, এর সর্বত্র যাওয়ার, ভোগ করার ও বসবাস করার ন্যায্য অধিকার আপনাদের, আর ঐ প্রতারক আপনাদের সমস্ত অধিকার এবং স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। এই

ইতিহাস ভুলে যাওয়ার পরিণতিতে আপনারা জমিদার মশায়ের দয়ার কাঙ্গাল হোয়ে আছেন আর এক টুকরো রুটি পেয়ে ধন্য ধন্য কোরছেন।

আজকের মোসলেম নামক জাতির অবস্থা কি ঠিক তাই নয়? দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা' এই পৃথিবীকে দখল কোরে মানুষের সকল অধিকার লুট কোরে নিয়েছে। এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী আপনি। সে আপনাকে একটি ছোট্ট ভূখণ্ডে আটকে রেখেছে, হাজার হাজার নিয়ম কানুনে আপনার জীবনযাত্রাকে ব্যহত কোরছে। আপনার সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে কেবল আল্লাহর সত্যদীন।

আজকের পৃথিবীর সামনে হেযবুত তওহীদের অবস্থা ১৪০০ বছর আগে মক্কায় রসুলাল্লাহর হাতে গড়া সেই ছোট্ট জাতিটির মত। মক্কায় আগত বিভিন্ন গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রসুল বোলতেন, **"হে আরব জাতি! তোমরা শুধু আমার একটা-কথা মেনে নাও, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম মানবে না, তাহোলে সমস্ত দুনিয়া তোমাদের পায়ের নিচে এনে দেব।" (সিরাতুন্নবী- ইবনে হিশাম- প্রথম খণ্ড)** যে সময়ে দাঁড়িয়ে রসুলাল্লাহ আরবদেরকে এই কথা বোলছেন, তখন আরবরা ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অবজ্ঞাত, জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, বংশ পরম্পরায় কলহ বিবাদে লিপ্ত নিঃস্ব বেদুইন হিসাবে পরিচিত জাতি। বাকি দুনিয়া তাদেরকে করুণার চোখে দেখতো। আরবরা তাই কোনদিন বিশ্বের দরবারে সম্মানিত আসন লাভ করার কথা কল্পনাও কোরতে পারতো না, রসুলের এসব ঘোষণা তাদের হাসির উদ্রেক কোরত, তারা এসব কথা নিয়ে তামাশা কোরত। কিন্তু ইতিহাস হোল অল্পদিনের মধ্যেই তদানিন্তন বিশ্বের দুইটি পরাশক্তিসহ (Super power) অর্ধ দুনিয়া সেই আরবদেরই নিয়ন্ত্রণে আসলো। **তামাশা-কারীরাও এই মহান উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হোয়ে গেল।**

আজকে আমাদের এই দেশের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। বিশ্ব মানচিত্রে আমাদের অবস্থান খুবই নগণ্য। বাকী দুনিয়া এই জাতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, যে কোন ব্যাপারে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। অপরাধ, দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যা ছাড়া আর সর্বদিকে এই জাতির অধঃগতি। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকা কোরে আমাদের অবস্থান সর্বদা প্রথম সারিতে রাখা হয় এবং বাস্তবতাও তাই। আমরা নিজেরাই যখন রাজনৈতিক হানাহানিসহ শতমুখী সংঘাতে লিপ্ত এবং

নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন, সেখানে সারা দুনিয়ার মুক্তির জন্য আমাদের কোন ভূমিকা রাখা কি সম্ভব? সত্য হোচ্ছে - কেউ এটা কল্পনাও করে না। তবুও মহানবী যেভাবে আরবদের বোলেছিলেন আমরাও এই জাতিকে বোলছি, আপনারা সকল অনৈক্য ভুলে, ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি আপাতত ত্যাগ করে একটা কথার উপরে একমত হোন যে আমরা সবাই আমাদের স্রষ্টাকে, আল্লাহকে আমাদের জীবনের একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মানবো। ব্যাস, **এটুকু কোরলেই আমরা বোলতে পারি সমস্ত দুনিয়া লুটিয়ে পোড়বে এই জাতির পায়ে, এনশাআল্লাহ। আপনারা প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী দুনিয়ায় সম্মানিত হবেন পাশাপাশি আখেরাতেও সম্মান লাভ কোরবেন।** আমরা এ কথা বোলছি এজন্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর হারিয়ে যাওয়া সত্যদীনের আত্মা, প্রকৃত আকীদা, জ্ঞান এই দেশে, এই হতদরিদ্র, চরম অবহেলিত অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত জাতির মধ্যেই দান কোরেছেন। সেই মহাসত্য আল্লাহ বিনা পরিকল্পনায় দান করেন নি। এই সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা কোন দিন দাঁড়াতে পারবে না। সুতরাং এই কথা নিশ্চত কোরেই বলা যায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সমস্ত দুনিয়ার শিক্ষকের আসনে বোসবে এই জাতি এবং সমস্ত দুনিয়াকে মুক্তির পথ দেখাবে উপেক্ষিত এই জাতি- এনশা'আল্লাহ।

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মাননীয় এমামুয্যামান টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটে নিজ গ্রাম করটিয়ায়। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষালাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন এবং এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি অন্যতম। অল্প বয়স থেকে সময় পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। ১৯৬৩ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখনই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্ত্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি ভাবতে থাকেন যে কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে অগ্রণী জাতিতে পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে হতদরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত? মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে এই প্রশ্নের জবাব দান কোরলেন। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। মানবজাতির সামনে এই মহাসত্য তুলে ধরার জন্য বই লিখেন এবং ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. **ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন**: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য ‘সালার এ খাস হিন্দ’ পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. **চিকিৎসা**: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩Ñ৬৫) । প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি ‘কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন’ এর সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সাদাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।